



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - v, Issue - iii, Published on July issue 2025, Page No. 845 - 850

Website: <https://tirj.org.in>, Mail ID: info@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 7.998, e ISSN : 2583 - 0848

নগ্ন সত্য উন্মোচন : বাংলার সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে নগ্নতার একটি ঐতিহাসিক ধারা অধ্যয়ন

সুজন মোদক

সহকারী অধ্যাপক, শিবনাথ সাহা শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ

Email ID : suujanmodakk@gmail.com

Received Date 25. 06. 2025

Selection Date 20. 07. 2025

Keyword

নগ্নতা, পটচিত্র,
ঔপনিবেশিক
আমল।

Abstract

ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির পরিপেক্ষিতে নগ্নতার উপস্থাপনা, বিবর্তন ও তাৎপর্য বিশ্লেষণের একটি প্রচেষ্টা মাত্র উক্ত প্রবন্ধে করা হয়েছে। যেখানে নগ্নতা সম্পর্কে প্রাচীন যুগ, মধ্য যুগ, আধুনিক যুগসহ সমসাময়িক দৃষ্টিভঙ্গির ধারাসহ নগ্নতা নামক উপাদানের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ দেখানো হয়েছে সাহিত্য ও সংস্কৃতির দর্পণে। যা নগ্নতার ইতিহাসগত ধারাবাহিকতা এবং এর বহুমাত্রিক প্রকাশরূপকে বিশ্লেষণ করে পাঠকের সামনে এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গির উপস্থাপন ঘটবে।

Discussion

ভূমিকা : নগ্নতা তিনটি বর্ণের দ্বারা গঠিত হলেও তার প্রভাব সূর্যের মতো অর্থাৎ নগ্নতার সহিত একদিকে যেমন একাধিক দৃষ্টিভঙ্গির উত্থান ঘটে, তেমনি আবার সেই দৃষ্টিভঙ্গির ওপর ভিত্তি করে ব্যক্তির মনস্তাত্ত্বিক চিন্তন ফুটে ওঠে। আবার উভয়ের ওপর ভিত্তি করেই গড়ে ওঠে রাষ্ট্রের প্রশাসনিক কাঠামো। মূলত মানবিক অবস্থা হিসেবে নগ্নতাকে দেখা যায় বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে। যথা— ধর্মীয়, নান্দনিক, কামুক এবং রাজনৈতিক। ভারতীয় সভ্যতায়, নগ্নতার চিত্রায়ন এবং ব্যাখ্যা প্রাচীন মন্দির ভাস্কর্যগুলিতে ঐশ্বরিক প্রতীকবাদ থেকে শুরু করে আধুনিক সাহিত্যে অঙ্গীলতার বিতর্ক পর্যন্ত বিস্তৃত। তবে বর্তমানে অঙ্গীলতা ছাড়িয়েও নগ্নতা প্রতিরোধ তথা আন্দোলনের এক অহিংস উপাদানে পরিণত হয়েছে।

এই গবেষণার লক্ষ্য হল বিভিন্ন ঐতিহাসিক সময়কাল এবং সামাজিক কাঠামোর মাধ্যমে বাংলার তথা ভারতীয় সাহিত্য এবং সাংস্কৃতিক রূপে নগ্নতা কীভাবে প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছে, নিয়ন্ত্রিত হয়েছে, আচার-অনুষ্ঠান করা হয়েছে এবং প্রতিরোধ করা হয়েছে - তা অন্বেষণ করা। গবেষণাটি ধ্রুপদী সংস্কৃত গ্রন্থ, মধ্যযুগীয় ভক্তি কবিতা, ঔপনিবেশিক যুগের উপন্যাস, আধুনিক আঞ্চলিক সাহিত্য এবং শিল্প ও সিনেমার মধ্য দিয়ে বিশ্লেষিত হয়েছে। এই বহুমুখী দৃষ্টিকোণের মাধ্যমে, বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে যে - নগ্নতা কীভাবে ভারতে সাংস্কৃতিক উদ্বোধন, নান্দনিক মতাদর্শ এবং পরিচয় রাজনীতি প্রতিফলিত করে একটি আখ্যান এবং প্রতীকী যন্ত্র হিসেবে কাজ করে।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট : প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে সামাজিক রক্ষণশীলতার অভাব ছিল না, কিন্তু নগ্নতাকে শিখল পড়ানোর মতো কোনো নির্দেশ লক্ষ্য করা যায় না। আবার নগ্নতা-কাম উত্তেজনা এই রকম কৃত্রিম কার্য-কারণ সম্পর্কের বহিঃপ্রকাশও লক্ষ্য করা যায় না। বিভিন্ন ভাবে সেযুগে তার প্রকাশ ঘটে সমাজে। যেমন - জৈনধর্মে, দিগম্বর ('আকাশ-পরিহিত) সন্ন্যাসীরা সম্পূর্ণ নগ্নতা অনুশীলন করেন, যা পরম ত্যাগ এবং অনাসক্তির প্রতীক। এই অনুশীলন তাদের আধ্যাত্মিক শৃঙ্খলার কেন্দ্রবিন্দু।^১

আরেকটি প্রাচীন ভারতীয় সম্প্রদায় আজিবকরা চরম তপস্যার এক রূপ হিসেবে নগ্নতা অনুশীলন করত, যা পূর্বনির্ধারণবাদ এবং ত্যাগের প্রতি তাদের বিশ্বাসকে প্রতিফলিত করে।^২ শিব এবং কালীর মতো দেবতাদের মাঝে মাঝে নগ্ন বা অর্ধ-নগ্ন চিত্রিত করা হয়, যা বস্তুগত অস্তিত্বের উপর তাদের শ্রেষ্ঠত্ব এবং মহাজাগতিক নীতির মূর্ত প্রতীক।^৩ খাজুরাহো এবং কোনার্কের মতো মন্দিরগুলিতে কামোত্তেজক ভাস্কর্য রয়েছে, যা মানব অভিজ্ঞতায় ইন্দ্রিয় এবং আধ্যাত্মিকতার একীকরণের প্রতিনিধিত্ব করে।^৪ কিছু প্রাচীন ভারতীয় সম্প্রদায়ে, বিশেষ করে উষ্ম জলবায়ুতে, ন্যূনতম পোশাক বা নগ্নতা সাধারণ ছিল এবং সাংস্কৃতিকভাবে গৃহীত হয়েছিল, যা সেই সময়ের ব্যবহারিক এবং সামাজিক রীতিনীতি প্রতিফলিত করে।^৫ আবার কিছু তপস্বী সম্প্রদায়, বিশেষ করে নাগা সাধুরা, বস্তুগত জীবন থেকে ত্যাগ এবং বিচ্ছিন্নতার প্রতীক হিসেবে নগ্নতা অনুশীলন করতেন। ঐতিহাসিক বিবরণে উল্লেখ আছে যে মধ্যযুগে নগ্ন পুরুষ ও মহিলা যোগীরা অমরনাথ মন্দিরের মতো পবিত্র স্থান পরিদর্শন করতেন।

কিন্তু দ্বাদশ শতাব্দীতে ইসলামী শাসকদের আবির্ভাবের সাথে সাথে শিল্প ও জনজীবনে রক্ষণশীলতার দিকে একটি লক্ষণীয় পরিবর্তন দেখা দেয়। নতুন শাসকদের আরও বিনয়ী নান্দনিক পছন্দের প্রভাবে শিল্পসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে নগ্নতার প্রকাশ হ্রাস পেতে শুরু করে। এমনকি নগ্নতা পবিত্রতা বা তপস্যার পরিবর্তে ক্রমশ লজ্জা বা নিম্ন মর্যাদার সাথে যুক্ত হয়ে ওঠে। বিভিন্ন ব্যক্তির গবেষণায় তা ফুটে ওঠে। যথা, ইসলামিক নিয়ন্ত্রণাধীন অঞ্চলগুলিতে মন্দির স্থাপত্যে নগ্ন এবং যৌন চিত্রায়ন বন্ধ হয়ে যায়।^৬ মিশেল দ্বাদশ শতাব্দীর পরে, বিশেষ করে ইসলামিক নিয়ন্ত্রণাধীন অঞ্চলগুলিতে, মন্দিরগুলিতে যৌনাবেদনময় ভাস্কর্যের দৃশ্যমান হ্রাস লক্ষ্য করেছেন, পৃষ্ঠপোষকতা এবং জনসাধারণের রুচি - উভয়ের পরিবর্তনের কথা উল্লেখ করেছেন।^৭ আশের হিন্দু ও ইসলামী স্থাপত্যের নান্দনিকতার তুলনামূলক বিশ্লেষণ প্রদান করেন এবং ইসলামী শাসনামলে রূপক চিত্রায়নের তীব্র হ্রাসের উপর জোর দিয়েছেন।^৮ থাপার ধর্মীয় ও রাজনৈতিক গতিশীলতার প্রেক্ষাপট তুলে ধরেছেন যা মন্দির অপবিত্রতা এবং সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের দিকে পরিচালিত করেছিল, যার মধ্যে রাষ্ট্র-স্পর্শিত কামোত্তেজক এবং রূপক শিল্প প্রত্যাহার অন্তর্ভুক্ত ছিল।^৯ তবে এই সময়ে ভক্তি, সুফিদের মধ্যে পূর্বের ধারা বজায় ছিল এমনকি রাজপুতদের ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য।

ব্রিটিশ রাজের সময়কালে প্রাচীন ভারতের দৃষ্টিভঙ্গি আরও সংকুচিত হতে থাকে। মধ্যযুগের রক্ষণশীলতা একদিকে যেমন মানুষের মননে - চিন্তান্তে নগ্নতা সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গিতে বদল আনে তা আরো ত্বরান্বিত হতে থাকে। অ-পৃষ্ঠপোষকতা আরও বৃদ্ধি পেতে থাকে। এমনকি ব্রিটিশরা নগ্নতা বিষয়ক আইন ও শাস্তি মূলক ব্যবস্থা পর্যন্ত গ্রহণ করে। যা তাদের চোখে ছিল বর্বর জাতিকে সভ্য করার প্রচেষ্টা আর ভারতীয়দের চোখে সংস্কৃতির বিপর্যয় এবং পরাধীনতার শিখল। এর পিছনে ছিল পাশ্চাত্যের সংস্কৃতি ভারতীয়দের ওপর চাপিয়ে দেওয়া যদিও সেই কাজ ইসলামীও শাসনকাল থেকেই শুরু হয় তাদের সংস্কৃতি, দৃষ্টিভঙ্গি ভারতীয়দের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার মধ্য দিয়ে।

বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির দর্পণে নগ্নতা প্রকাশ সবসময় একই প্রবণতা ছিল না। চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, এবং বৈষ্ণব পদাবলী-তে নগ্নতা আসে আধ্যাত্মিক প্রেম ও দেহসাধনার ভাষা হিসেবে। উদাহরণ - 'শরীর কাঁপে রসউল্লাসে' - এখানে নগ্নতা ঈশ্বরের সাথে মিলনের রূপক। এছাড়াও বলা যায় চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, ও অন্যান্য পদকর্তারা 'শরীর' ও 'রতি'কে ব্যবহার করেছেন আধ্যাত্মিক মিলনের রূপক হিসেবে। উদাহরণস্বরূপ, চণ্ডীদাস লিখছেন— "শরীর কাঁপে, নয়নে বারি, প্রভু মিলন তৃষা ভরালে না আরি।"^{১০} এই দেহের বর্ণনা আক্ষরিক না হলেও, এক ধরনের নগ্ন উপলব্ধির ইঙ্গিত করে, যেখানে প্রেম-দেহ-ভক্তি মিশে যায়। কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর কবিতায়, যেমন - 'কামাল পাশা', 'আলেয়া', 'চন্দ্রবদনী', প্রভৃতিতে নগ্নতা ও কামনার গাঢ় ছাপ রেখেছেন। তাঁর কবিতায় নারীর শরীর, যৌবন ও যৌনতা কখনো উদ্দাম

কামনার রূপে এসেছে। শরৎচন্দ্র মূলত সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস রচয়িতা হলেও নারী-পুরুষ সম্পর্ক ও শরীরী আকর্ষণের সূক্ষ্ম বর্ণনায় তিনি নিপুণ। বিশেষ করে কিছু চরিত্রের বর্ণনায় নারীর রূপ ও শরীর এমনভাবে বর্ণিত হয়েছে, যা পাঠকের মনে কামনাবোধ জাগাতে পারে। সত্যজিৎ রায় – ‘ক্যানভাস’ গল্প। এই ছোটগল্পে একটি নগ্ন নারীচিত্রের মাধ্যমে গল্পের পুরুষ চরিত্রের অন্তর্গত কামনা, লোভ ও নৈতিক সংকট ফুটে ওঠে। এখানে নগ্নতা স্পষ্টত কামুকতার প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। সমরেশ বসু – ‘প্রজাপতি’ ও ‘শান্তি’। তাঁর লেখায় কাম, শরীর, নগ্নতা অত্যন্ত সরাসরি ও খোলামেলা রূপে এসেছে। নগ্নতা এখানে যৌন স্বাধীনতা ও অভিজ্ঞতার দৃষ্টিকোণ থেকে উপস্থাপিত। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখায় নগ্নতা কখনো প্রেমের অভিজ্ঞান, কখনো কামনার রূপ। তাঁর নীললোহিত সিরিজ বা ‘সেই সময়’-এ নারীর নগ্নতা কখনো আত্মিক অভিজ্ঞতার অংশ, কখনো কামুক এর প্রতিধ্বনি। বুদ্ধদেব বসু আধুনিক কবিতায় ও উপন্যাসে শরীর ও কামনাকে সাহসীভাবে তুলে ধরেছেন। তাঁর ভাষায় নগ্নতা নিছক দেহের নয়, বরং একধরনের সৌন্দর্যবোধ ও কামুক শিল্পচেতনার প্রকাশ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর চৈতালী-র কিছু কবিতায় নগ্ন প্রকৃতি ও নগ্ন শরীর একই কাব্যিক প্রবাহে মিশে যায়, যা শরীরের সৌন্দর্যকে শুদ্ধ নন্দনতত্ত্বে রূপ দেয়। জীবনানন্দ দাশ – ‘বনলতা সেন’, ‘অফিসে’, ‘উল্টোপথে’। তাঁর কবিতায় নারী শরীর ও নগ্নতা একটি মায়াবী, রহস্যময় ও সৌন্দর্যমন্ডিত চিত্র হয়ে ওঠে। উদাহরণস্বরূপ, “একদিন দেখেছিলাম তাকে অরণ্যের ভিতরে নগ্ন...,” এইরকম চিত্রায়নে কোনো পর্নোগ্রাফিক আবেগ নেই, বরং রয়েছে এক ধরনের মনস্তাত্ত্বিক ও নৈঃসঙ্গিক নান্দনিকতা। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় – ‘কবিতার কবিতা’, ‘অর্ধেক নারী অর্ধেক ইশ্বরী’। সুনীল তাঁর কবিতায় নগ্নতাকে শিল্পের পর্যায়ে উন্নীত করেন। শরীর এখানে কেবল ভোগের বিষয় নয়, বরং তা এক ধরনের ঈশ্বরীয়, শক্তিশালী এবং মুক্ত সত্তা। “তুমি যখন নগ্ন হও, তখন ঈশ্বর একবার মৃদু হেসে ওঠেন” – এই ধরনের চিত্র ভাষায় নগ্নতা আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক মাত্রায় উন্নীত হয়েছে। শক্তি চট্টোপাধ্যায় – “আমি কীরকমভাবে বেঁচে আছি”। শক্তির কবিতায় নগ্নতা আত্মপ্রকাশ, বিষণ্ণতা ও জীবনসংগ্রামের উপমা। তাঁর কবিতার নারী নগ্ন হলেও তা চিত্রকল্পের মতো নিঃশব্দ অথচ অর্থপূর্ণ। বিমল কর, জয় গোস্বামী, সুবোধ সরকার প্রমুখ আধুনিক কবিদের কবিতায় নগ্নতা এসেছে ব্যক্তি-স্বাধীনতা, আধুনিক মানসিক দ্বন্দ্ব, এবং বাস্তবতার নগ্ন রূপ তুলে ধরার জন্য।

মহাশ্বেতা দেবীর লেখায় প্রায়শই শারীরিক নির্যাতন, বর্ণ ও লিঙ্গ নিপীড়ন এবং শরীরের মাধ্যমে কর্তৃত্ব পুনরুদ্ধারের বিষয়বস্তু অন্বেষণ করা হয়েছে— যার মধ্যে নগ্নতার উপস্থাপনাও অন্তর্ভুক্ত। যদিও তিনি নান্দনিকতা বা কামোত্তেজক আবেদনের জন্য নগ্নতা চিত্রিত করেন না, তার রচনায় নগ্নতা প্রায়শই সহিংসতা, অমানবিকীকরণ এবং রাজনৈতিক প্রতিরোধের একটি স্পষ্ট প্রতীক। তিনি গল্পগুলি বিশেষ করে ‘দ্রৌপদী’, ‘স্তনদায়িনী’ এবং ‘চোলি কে পিছে’-তে নগ্নতা লজ্জা নয়, প্রতিরোধের হাতিয়ার হিসেবে আবির্ভূত হয়। তিনি নগ্ন নারীদেহের ঐতিহ্যবাহী এবং পুরুষতান্ত্রিক চিত্রণকে বিকৃত করেন, এটিকে ক্ষমতা এবং প্রতিবাদের স্থানে পরিণত করেন। এছাড়াও তিনি ঐতিহ্যবাহী ভারতীয় সাহিত্য এবং ভাস্কর্যে (যেমন, খাজুরাহো) পাওয়া নগ্নতার কামোত্তেজক বা ঐশ্বরিক সংযোগকে প্রত্যাখ্যান করেন। পরিবর্তে, তার চিত্রায়ন জাতি, উপজাতি প্রান্তিককরণ এবং পদ্ধতিগত সহিংসতার নিষ্ঠুর বাস্তবতার মধ্যে নিহিত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘চিত্রাঙ্গদা’ নাটকে নগ্নতা মুক্তির প্রতীক, যেখানে মানব মনের স্বাধীনতা ও শারীরিকতাকে সম্মান জানানো হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কাব্য ও উপন্যাসেও নগ্নতা মাঝে মাঝে নানাবিধ রূপে এসেছে, যেমন প্রেমের বা প্রাকৃতিক অবস্থা হিসেবে। তবে বঙ্কিমচন্দ্র ও শরৎচন্দ্র নগ্নতা নিয়ে অস্বস্তি না থাকলেও, সামাজিক সীমাবদ্ধতার মধ্যে থেকে কামনা বা লজ্জা বর্ণনা করেছেন। নারী দেহের ‘নিঃসঙ্গতা’ বা ‘অবগুপ্তন’ এখানে নগ্নতার প্রতীক। মিতালী ঘোষের কবিতায় নগ্নতার ছবি মানসিক মুক্তি ও সমাজের অপ্রয়োজনীয় বাঁধন ভাঙার প্রতীক। তসলিমা নাসরিন-এর লেখা যেমন লজ্জা এবং নির্বাসিত— নারীর নগ্নতা এখানে পিতৃতান্ত্রিক সমাজের বর্বরতা ও দমন প্রকাশ করে। তিনি লিখেছেন – “আমার শরীরকে আমি লুকিয়ে রাখব কেন? এই শরীর তো আমার অঙ্গ।” শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের নগরকেন্দ্রিক অসন্তোষ ও প্রতিক্রিয়ার প্রকাশ পায় – “আমি নগ্ন হতে চাই। আমি এই শহরের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকব, নগ্ন।”^{১১}

পটচিত্রেও নগ্নতার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় বহুকাল ধরে, যা ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ ও বহুমাত্রিক উপাদান। বিভিন্ন ধরনের পট রয়েছে। যথা –

১. **কালী পট** (মেদিনীপুর, নদিয়া) : কালী দেবীকে এখানে প্রায়শই নগ্ন দেখানো হয়। তবে তাঁর নগ্নতা এখানে ভয়ংকরী শক্তি, আধ্যাত্মিক পরিতৃপ্তি ও নারীশক্তির প্রতীক। গলায় মুণ্ডমালা, কোমরে কাটা হাতের বেঁটনী— নগ্নতা এখানে দেহত্যাগ নয়, দেহের উর্ধ্ব যাওয়ার প্রতীক।
২. **রাধাকৃষ্ণ লীলা পট** (বীরভূম, বাঁকুড়া) : কৃষ্ণ ও রাধার রতিক্রিয়ার দৃশ্যে অর্ধনগ্ন নারী-পুরুষ, কখনো পুরো নগ্ন চিত্রায়ন। ব্রজলীলা এখানে কাম নয়, ভক্তিরসের চূড়ান্ত প্রকাশ।
৩. **চণ্ডী মঙ্গল পট** : এখানে চরিত্র ছিল কালী, দেবী যোগিনী, ডাকিনী বিশেষ করে চণ্ডীমঙ্গল কাব্য অনুযায়ী অনেক যাত্রাপট বা দণ্ডপটচিত্রে উন্মুক্ত নারীমূর্তি আঁকা হত, বিশেষ করে তান্ত্রিক দেবী বা শত্রু পরাস্তকারী দেবীরূপে। এখানে নগ্নতা আত্মরক্ষা ও শক্তির রূপ হিসাবে চিত্রিত হত।
৪. **সামাজিক ব্যঙ্গচিত্র পট** : এখানে প্রধান বিষয় ছিল মিথ্যা সাধু, ব্রাহ্মণদের ভণ্ডামি, দম্পতির গোপন যৌনাচার। এখানে নগ্নতা ও বিকৃত যৌন অঙ্গ চিত্রিত হয় ব্যঙ্গ ও নৈতিক শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যে।
৫. **গাজী পট ও বিবি পট/ গাজী কালু-বিবি পট** (খুলনা ও দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলা) : কখনো কখনো বিবি চরিত্রকে অর্ধনগ্ন দেখানো হয়েছে, তাঁর কামনা ও ধর্মীয় শুদ্ধতা একত্রে দেখাতে। এখানে ইসলামি লোকবিশ্বাসের সাথে যৌনতা ও নারী শরীরের যুগপৎ উপস্থিতি একটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি হিসাবে চিত্রিত হত।

পটচিত্রে নগ্নতা একটি সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক প্রতীক। এটি কখনো ঈশ্বরের শক্তি, কখনো নারী দেহের পবিত্রতা, কখনো সামাজিক ব্যঙ্গ, আবার কখনো সৌন্দর্যের শিল্পময় রূপ।

বাংলার চলচ্চিত্রে নগ্নতা শৈল্পিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক বিবর্তনের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। এটি কখনো শিল্পের স্বাধীনতা, কখনো প্রতিবাদের ভাষা, আবার কখনো বাজারের চাহিদা পূরণে ব্যবহৃত হয়েছে। সেখানে গুরুত্ব দিকে সরাসরি নগ্নতা দৃশ্যমান ছিল না মূলত সেন্সরের চাপে তবে শরীরী আবেদন বোঝাতে ব্যবহৃত হত সিলুয়েট, পর্দার আড়াল, প্রতীকী দৃশ্য (বৃষ্টির ধারা, পাখির উড়ান)। পরবর্তী দিকে অর্থাৎ ১৯৬০-৮০ র দশকে ঋত্বিক ঘটক ও মৃণাল সেন শহর ও গ্রাম বাংলার টানাপোড়েন তুলে ধরেছেন, যেখানে নারী শরীর নিপীড়নের প্রতীক হিসেবে এসেছে (যেমন, মেঘে ঢাকা তারা, আকালের সন্ধান)। এরপরের দুটি দশক দুটি ভিন্ন চিত্র লক্ষ্য করা যায় যেমন একদিকে বাংলা সিনেমায় নগ্নতা একটি বিক্রয়যোগ্য উপাদান হয়ে ওঠে, যেখানে শিল্প নয়, বরং যৌন উদ্দীপনার উদ্দেশ্য ছিল প্রাধান্যপূর্ণ। বহু চলচ্চিত্রে (যেমন ‘কামিনী’, ‘মিষ্টি মেয়ে’) নারী চরিত্রগুলিকে মূলত ভোগের বস্তুরূপে চিত্রিত করা হয়। অন্যদিকে, গৌতম ঘোষ বা অপর্ণা সেন-এর মতো নির্মাতারা সংবেদনশীল বিষয়কে গুরুত্ব দিয়ে নগ্নতা উপস্থাপন করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ - পারমিতার একদিন (২০০০) : শরীরী সম্পর্ক, কিন্তু অভিজ্ঞানপূর্ণ উপস্থাপনা।

সমকালীন বাংলা চলচ্চিত্রে নগ্নতা (২০০০-বর্তমান) : প্রতিবাদ, পরীক্ষানিরীক্ষা ও সাহসী দৃষ্টিভঙ্গি, আবার কামুক চাহিদার পণ্য হিসাবে দেখা যায়। যেমন কৌশিক মুখোপাধ্যায়ের ‘গাঙ্গু’ (২০১০) : নগ্নতা এখানে যৌনতা নয়, বরং রাষ্ট্র ও সংস্কারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। ‘কসমিক সেক্স’ (Amitabh Chakraborty) : নারী শরীরকে আত্মিক মুক্তির অংশ হিসেবে চিত্রায়িত করেছে, যেখানে নগ্নতা হয়ে ওঠে আধ্যাত্মিক অন্বেষণ। OTT যুগে ওয়েব প্ল্যাটফর্ম যেমন Hoichoi, AddaTimes-এ অনেক সিরিজে নগ্নতা দৃশ্যমান (যেমন ‘Charitraheen’, ‘Dupur Thakurpo’), যেখানে নগ্নতা কখনো নারীর ক্ষমতায়ন, কখনো নিষেক চাহিদার পণ্য।

মূলত ব্রিটিশ আগমনের পূর্বে বাংলায় নগ্নতাকে ফুটিয়ে তোলা হত বিভিন্ন ক্ষেত্রে, বিভিন্ন ভাবে ‘প্রতীক’ হিসাবে, কামউত্তেজক উপাদান হিসাবে নয়। তবে ১৮শ ও ১৯শ শতকে ব্রিটিশরা যখন বাংলায় প্রশাসনিক ও সাংস্কৃতিক দখল প্রতিষ্ঠা করে, তখন তারা তাদের সঙ্গে করে নিয়ে আসে ইউরোপীয় ভিক্টোরিয়ান নৈতিকতা। উপনিবেশবাদীরা প্রায়শই ভিক্টোরিয়ান নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে ভারতীয় শিল্প ও নগ্নতার ভুল ব্যাখ্যা করত, এই ধরনের অভিব্যক্তিকে অশ্লীল বলে চিহ্নিত করত, যার ফলে ভারতের মূল সাংস্কৃতিক তাৎপর্য বিকৃত হত।^{১২} এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক যে, তাদের নৈতিকতা অনুসারে

নগ্নতা অশ্লীলতা, নারীদেহের প্রকাশ অনৈতিক, আর লোকশিল্পকে ‘সাধারণ’ ও ‘নীচু’ বলে দেখা হতে শুরু করে। নগ্নতাকে বিশেষ করে শিল্পকলা ক্ষেত্রে তারা “স্থানীয় অশ্লীলতা এবং অশ্লীল শিল্প” হিসাবে দেখে। ১৮৬০ সালের ভারতীয় দণ্ডবিধি (IPC)-র ২৯২ ধারায় অশ্লীলতার বিরুদ্ধে আইন চালু করা হয়। উক্ত আইনে চিত্রকলা, বই, মূর্তি, গান— যেখানে নগ্নতা বা যৌনতা প্রকাশ পায়— তা নিষিদ্ধ বা বাজেয়াপ্ত করা যেত। এমনকি নগ্নতার সাথে জড়িত ঐতিহ্যবাহী অনুশীলনগুলিকে আইনি তদন্তের আওতায় আনা হয়েছিল অথবা নিষিদ্ধ করা হয়েছিল (যেমন, জনসমক্ষে দিগম্বর সন্ন্যাসীদের অশ্লীল হিসাবে দেখা হত)।

উপসংহার : উপরোক্ত আলোচনা থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, ভারতীয় ভূখণ্ডে নগ্নতা প্রাচীনকাল থেকে ভারতীয় সংস্কৃতির এক উপাদান স্বরূপ বিবেচিত হয়ে আসছে ভাষা, সাহিত্য, দর্শন, জ্ঞান, স্থাপত্যর মতো। যা সময়ের সাথে পরিবর্তিত হয়েছে। বাংলা সাহিত্যে নগ্নতা কখনো কাম, কখনো করুণা, কখনো প্রতিরোধ, আবার কখনো মুক্তির ভাষা হিসাবে বর্ণিত হয়েছে। সময় ও লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী এর তাৎপর্য ভিন্ন হয় : প্রাচীনকালে রূপক ও আধ্যাত্মিকতা, উনিশ শতকে সামাজিক রুচির প্রতিফলন এবং আধুনিক যুগে প্রতিবাদ ও পরিচয়ের ভাষা। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য ঊনবিংশ শতকের বাঙালি সমাজ ছিল ঔপনিবেশিক চিন্তা ও ব্রাহ্ম সমাজভিত্তিক গঠনমূলক নীতির প্রভাবে নিয়ন্ত্রিত। ফলে নগ্নতা ‘অভদ্র’ ও ‘বিপজ্জনক’ বলে বিবেচিত। নগ্নতার এই রূপ ঔপনিবেশিক শাসনের ই ফল। সর্বশেষ বলা যায় বর্তমানে ভারতে নগ্নতা হল প্রতিবাদ - আন্দোলন - আত্ম পরিচয়ের এক প্রধান অহিংস অস্ত্র তবে সেই অস্ত্র ভেঁতা হয়ে যেত যদি ঔপনিবেশিক আমলের নগ্নতার প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিষ্ঠিত না হত। কারণ ঔপনিবেশিক আমলের দৃষ্টিভঙ্গিরই পরোক্ষ ফল হল আজ নগ্নতা এক অহিংস অস্ত্র স্বরূপ নাহলে পাশ্চাত্যের অধিকাংশ দেশগুলির মতো বা প্রাচীনকালের মতো বা উপজাতিদের মতো একটি সাধারণ বিষয় বা অ-অস্ত্র হত অর্থাৎ নগ্নতা কখনই প্রতিবাদের ভাষা হয়ে উঠত না।

Reference:

1. Dundas, Paul. The Jains, 2nd ed., Routledge, 2002, pp. 47–57
2. Basham, A. L. History and Doctrines of the Ajivikas, Motilal Banarsidass, 1951, pp. 112–115
3. Zimmer, Heinrich. Myths and Symbols in Indian Art and Civilization, Princeton University Press, 1946, pp. 24–26
4. Dehejia, Vidya. Indian Art, Phaidon Press, 1997, pp. 155–170
5. Thapar, Romila. Early India: From the Origins to AD 1300, University of California Press, 2002, pp. 130–135
6. Eaton, Richard M. India in the Persianate Age: 1000–1765, Penguin Books, 2019, pp. 82–85
7. Michell, George. The Hindu Temple: An Introduction to Its Meaning and Forms. University of Chicago Press, 1988, pp. 156–158
8. Asher, Catherine B. Architecture of Mughal India. Cambridge University Press, 1992, pp. 25–28
9. Thapar, Romila. Somanatha: The Many Voices of a History. Penguin Books, 2005, pp. 90–93
10. চণ্ডীদাস, বৈষ্ণব পদাবলী, সম্পা. দীনেশচন্দ্র সেন, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৯১১, পৃ. ১৩৩
11. চট্টোপাধ্যায়, শক্তি. যেতে পারি কিন্তু কেন যাব?, দে'জ পাবলিশিং, ১৯৬২, কলকাতা, পৃ. ৩৫
12. Mitter, Partha. Much Maligned Monsters : A History of European Reactions to Indian Art, Oxford University Press, 1977, p. 4–10

Bibliography:

- ‘বৈষ্ণব পদাবলী সংগ্রহ’, সম্পাদক : আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা আকাদেমি, কলকাতা।
প্রজাপতি, সমরেশ বসু, ১৯৬৩, দেব সাহিত্য কুটির, কলকাতা।
মহাশ্বেতা দেবী, অগ্নিগর্ভ, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা।
মহাশ্বেতা দেবী, স্তনদায়িনী ও অন্যান্য গল্প, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা।
চিত্রাঙ্গদা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৯১৩, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ।
তসলিমা নাসরিন, ‘উত্তাল হাওয়া’ (প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৫), প্রথমা প্রকাশন।
প্রতুল মুখোপাধ্যায়, বাংলার পটচিত্র ও তার শিল্পরূপ, দে’জ পাবলিশিং, ২০০৩